কৃষি সুপারিশ

২১-২৩ শে মার্চ,২০২২ (৬ - ৮ই চৈত্র,১৪২৮)

আলু- আলু গাছের কান্ড ও পাতার রং ৫০-৭০ শতাংশ হলদে হলে বুঝতে হবে আলু তোলার উপযুক্ত হয়েছে। জাতের প্রকারভেদে আলু তোলার অন্ততঃ ১৫ দিন আগে মাটির উপরের সবুজ ডাঁটা অংশ কেটে ফেলতে হবে ও ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।এর ফলে আলুর খোসা শক্ত হবে , ওজন বৃদ্ধি পাবে এবং আলু সম্পূর্ণভাবে পরিপক্ক হবে।

গম- তৃতীয় সেচ ফুল আসার সময় ও চতুর্থ সেচ দানা নরম থাকা অবস্থায় দিতে হবে।কালো ভূষা রোগ দেখা দিলে সকালবেলায় ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে আক্রান্ত শিষ শীষ গুলি কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অন্যথায় রোগ ছড়িয়ে পড়বে এবং ঐ ক্ষেতের উৎপাদিত দানা বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।ইঁদুরের আক্রমন হলে ৯৮গ্রাম আটা বা ময়দা, ২ গ্রাম ভোজ্য তেল ও ২ গ্রাম জিঙ্কফসফাইড মিশিয়ে লেই তৈরি করে ১ চামচ লেই বিষটোপ হিসেবে ইঁদুরের গর্তের সামনে রাখতে হবে। বিষটোপ প্রয়োগের আগে কয়েকদিন জিঙ্কফসফাইড না মিশিয়ে টোপ গর্তের সামনে রেখে ইঁদুরকে খাওয়াতে হবে।

ভুট্টা- হাইব্রীড ভূট্টার কমপক্ষে ৩ টি সেচের প্রয়োজন, গাছের হাঁটু উচ্চতা, ফুল আসা ও দানা পুষ্টির সময়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

বোরো ধান- রোয়ার ১৫ দিন পরে প্রথম চাপানে একর প্রতি ইউরিয়া ৫৭ কেজি ও থোড় মুখ দ্বিতীয় চাপানে ইউরিয়া ২৮.৫ কেজি ও মিউরেট অফ পটাশ ৮ কেজি প্রয়োগ করতে হবে বোরো ধানে একরে ৮ কেজি সালফার প্রয়োজন, সুপার ফসফেট ব্যবহার করলে আলাদাভাবে সালফারের প্রয়োজন নেই। রোয়ার ২০-২৫ দিন ও ৩৫-৪০ দিন পরে দুবার নিড়ানি যন্ত্র ব হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলে মাটি ভালো করে কেটে দিতে হবে।

জিঙ্কের অভাব জনিত এলাকায় একরে ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূলসার ব প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যায়। মাটির পরিবর্তে পাতায় প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার ১ মাস ও ১৫ মাস পরে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করতে হবে।

সূর্যমুখী- তামাকের কীড়া, শুঁয়ো পোকা ইত্যাদির আক্রমন হলে ট্রায়াজোফস ৪০% ই.সি. ১ মিলি ব ক্লোরোপাইরিফস ৫০% + সাইপারমেথ্রিন ৫% ১৫ মিলি বা ইন্ডোক্সাকার্ব ১৫.৮% ই.সি ১ মিলি লিটার প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

চীনাবাদাম- চীনাবাদাম চাষের জন্য টি.জি ৩৭ এ,জি.পি.বিডি-৫, ধরনী,নারায়নী, মল্লিকা, ঝাদেরী-৬ ইত্যাদি নতুন জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।একর প্রতি ২৫-৩৫ কেজি বীজ প্রয়োজন ।খোসা ছাড়ানো বীজ থাইরাম ৭৫% বা ক্যাপটান ৫০% ২-২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বুনতে হবে।বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজের সঙ্গে একরে ৪০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। শেষ চাষে সেচ সেবিত এলাকায় একরে নাইট্রোজেন-৮ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ৩২ কেজি মেশাতে হবে।

চৈতি মুগ - চৈতি মুগের জন্য শর্ষসিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে, উপযুক্ত জাত-বিরাট, শিখা, টি.এম.বি-৩৭, সুকুমার,বিরেশ্বর,পি.ডি.এম/ ১৩৯ পন্তমুগ-৮,পন্থমুগ-৯ ইত্যাদি। বীজ ২০ X ১০ সেমি দূরত্বে বোনা হয়, এর জন্য ২৫-৪ কেজি বীজ প্রয়োজন এবং বীজের সথে উপযোগী রাইজোবিয়াম স্ট্রেন ব্যবহার করতে হবে।একর প্রতি মূলসার লাগবে-নাইট্রোজেন-৮ কেজি, ফসফেট ১৬ কেজি ও পটাশ ১৬কেজি। এই জন্য বিঘা প্রতি(৩৩ শতকে) ইউরিয়া ৫.৭৫ কেজি, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৩৩.২৫ কেজি ও ৯ কেজি মিউরেট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। চাপান সার লাগবে না।

তিল - তিলের জন্য শর্ষসিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে, উপযুক্ত জাত-তিলোত্তম, সবিত্রী, সুপ্রভা ইত্যাদি।একর প্রতি ২.৫-৩.০ কেজি বীজ প্রয়োজন।শোধনের জন্য থাইরম ৭৫% ৩.০ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে নিন ।বিনা সেচে চাষ করলে শেষ চাষে জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ১২কেজি হারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।তিলোত্তমা জাতের জন্য শেষ চাষে ১২কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফরস ও ৬কেজি পটাশ সার দিতে হবে।আলুর পরে তিল বুনলে কোনো সার প্রয়োগের দরকার হয় না।তিল চাষে সাধারণত ২ টি সেচ দিতে হয়, প্রথমটি বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর ও দ্বিতীয়টি এর আরো ২০-২৫ দিন পরে দিতে হবে।

আখ- আখ কাটার ৪০-৪৫ দিন পর ও ৮০-৯০ দিন পর কিংবা প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া প্রতিবারে মাটিতে প্রয়োগ করুন।

রোগ পোকা আক্রমনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

পাট- উত্তরবঙ্গের অল্পবৃষ্টিপাতযুক্ত উচু এলাকায় তিতা পাটের উন্নত জাত -- সোনালীপদ্মা, রেশমা ইত্যাদি ফেব্রুয়ারীর মাঝ থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত বোনা যায়। বেলে-দোঁয়াশ, এঁটেল-দোঁয়াশ বা পলি-দোঁয়াশ মাটিতে পাট ভাল জন্মায় । মাটির পি.এইচ ৬ .০- ৭ .৫ এর মধ্যে থাকলে ভাল হয়। সাধারণত উঁচু ও মাঝারি জমিতে মিঠা পাট ভাল হয়। সব রকম জমিতে তিতা পাট চাষ করা যায়।মিঠা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- চৈতালি, বাসুদেব, নবীন, বৈশাখী,তোষা, সুবর্ণজয়ন্তী তোষা, শক্তি, সূর্য, সুবলা, সুরেন, ইরা ইত্যাদি। তিতা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- সোনালী, সবুজ সোনা, শ্যামলী, পদ্মা, রেশমা, মিতালী, শ্রাবন্তী, পার্থ, বিধান-১, বিধান-২, বিধান-৩ ইত্যাদি।

চৈতি কলাই চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডি.ইউ-১), গৌতম(ডব্লু.বি.ইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

জমিতে কাজ করবার সময়ে অতি অবশ্যই কোভিড নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।
বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন ।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, পরিচালন ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ